মান্ডবী

গার্গী ভট্টাচার্য

Mandabi

GARGI BHATTACHARYA

++++++++++++

COPYRIGHTED MATERIAL

মান্ডবী

গার্গী ভট্টাচার্য

My website :

www.gargiz.com

Information and Images;
Internet, credit goes to them .

Warrior Princess of Manipur

Devi Chitrangada

I have seen only My self. I am bound by my own karma. The materialistic world is bound by the tongue and the sex organ. He who can restrain these two is fit to attain enlightenment.

My child, never miss the opportunity to meet the realized saints, for their blessings and presence will inspire deeper devotion and love for the divine and Guru . Satsang, being in the company of the holy ones, who live the truth is the greatest blessing of the Lord.

Loknath Baba

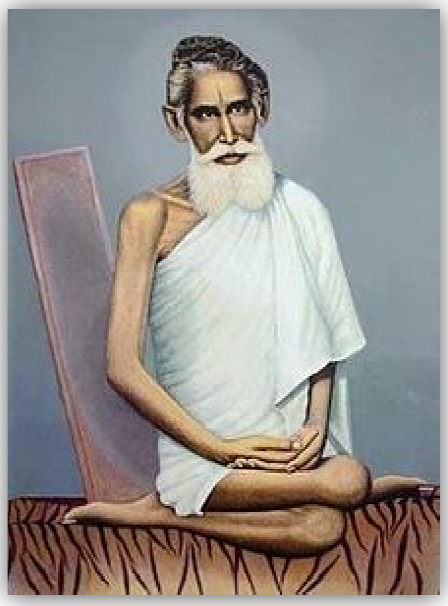

Loknath Baba

রাণী মান্ডবী ছিলেন মা লক্ষ্মীর শাঁখের অবতার । মৃত্যুর পরে উনি দেবীর দেহে বিলীন হয়ে যান । স্বামীর সাথেই ধার্মিক হয়ে থাকেন চিরটাকাল । শোনা যায় ভারতে দক্ষিণ প্রান্তে একটি স্থানে ওনার পুজো হয়ে থাকে ।

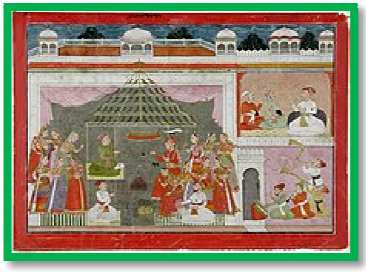

আমার মধ্যে দিয়ে যেসব ভার্ডিক্ট বার হয় সেগুনো স্বয়ং ধর্মরাজের মুখ থেকে বার হওয়া সেটা কালকেই জানা গেলো । উনি অভিনেতা অমল পালেকর হিসেবে জন্ম নিয়েছেন এবারে ।

আমার এক জন্মের পতিদেব । রাজস্থানের রাণা ছিলেন । সেই জন্মে রাণা সঙ্ঘ আমার পিতা ছিলেন । রতণ টাটা । এবারে এই যমরাজ যেই কথা বলেছেন আমি লিপিবদ্ধ করছি এখানে ।

আগে বলে নিই যে আমার সাইটে আর বাংলায় লেখা দেখা যাচ্ছে না । সব লেখা গার্বেল করে দিচ্ছে । তবুও যাদের কাছে এগুনো যাওয়া দরকার তারা পেয়েই যাবে বলেই আমার বিশ্বাস ।

ওলাবিবি যেই দেবী তাঁর কাজ হল এখানে জন্ম নেওয়া দেবদেবীদের বুলিং করা ।

-পঞ্চভূতের ফাঁদে , ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে । এইসব বলে মর্মাহত করা ও বারেবারে মনে করিয়ে দেওয়া যে তাঁরা এখানে জন্ম নিয়ে মহা ভুল করে ফেলেছেন যেন । এই অপরাধে অনেক দেবদেবীরা যমরাজের নিকটে বিচার চেয়েছিলেন আতি এবার ওলাবিবিকে এই জগতে জন্ম নিতে হবে এবং তার পৈটিক সমস্যা এত হবে যে পেটের বায়ুর শব্দে ব্রহ্মান্ড কেঁপে উঠবে ও ক্রনিক পেটের রুগী হবেন । এরপরে কোলনের অতি রেয়ার কর্কট রোগে আক্রান্ত হবেন যার নাম কোলন , হজকিন্স লিম্ফোমা ও তাতে সারাদেহে পচন ধরে মারা যাবেন । এর কারণ হল এই যে উনি লুকিয়ে লুকিয়ে এসব বলে দেবদেবীদের বিব্রত করেন তাই এমন মারণ রোগ ওনার দেহে বাসা বাঁধলেও কেউ টেরটি পাবেনা ও যখন বার হবে ততদিনে অনেক দেরী হয়ে গিয়েছে ।

কর্ম এমনই বস্তু । তাই অহেতুক মন্দ কাজ করার কোনো মানে হয়না ।

জেফ্ বেজোজ আমার টাকা দেয়নি তাই একজন যোগীর অর্থ না দেবার জন্য ৬০০০০ বৎসরের জন্য মলের কীট হয়ে থাকবে ।

কুম্ভপাকা নরকেও পতিত হবে সে ।

আগে ২৮টি নরক ছিলো এখন মোট ১২৮টি নরক রয়েছে অর্থাৎ গ্রহ যেখানে আত্মারা শাস্তি পায় বা নিজেদের রিফর্ম করার জন্য কাজ করে চলে ।

মার্ক যুকারবার্গ যাবে রৌরব নরকে । পশুদের অমানুষিক অত্যাচারের জন্য । ও পশু কিনে সেক্স করে নিয়ে মেরে ফেলে দেয় ।

ওর গতি হবে রৌরবে ।

আমাকে জেফের বৌ ম্যাকেঞ্জি আঁখিতে সাইকিক অ্যাটাক করে অন্ধ করার মতলব এঁটেছে । কুম্ভিকা রোগ করার প্ল্যান করেছে । আমার লিখতে খুব সমস্যা হচ্ছে । আর ফন্ট তো অন্যান্যরা গার্বেল করে দিয়েছে যেমন নবনীতা দেবসেন । আরো আছে সবার নাম বলছিনা । সম্ভবও নয় ।

যেমন কাশেম সলৈমানির দুর দূর সম্পর্কেরই বোন সাবা । সে কাশেম সোলেইমানির বৌ সেজে আছে ইরানে । তাদের তিন মেয়ে ও দুই ছেলে । আসলে সেগুলি মধ্যে দুই মেয়ে ও দুই ছেলে সাবার বরের আর কনিষ্ঠা কন্যা হল আয়াতোল্লা খোমেনির ।

এরা অর্থাৎ সাবা ও আয়াতোল্লাও আমাকে অ্যাটাক করছে । কাশেম ও আমার পালিত পুত্রকেও করছে । মেরে ফেলার জন্য ।

এই সাবা অত্যন্ত ধড়িবাজ মহিলা ।

যবে থেকে পিরিয়ড হয়েছে তবে থেকে ইরানের গন্ডগ্রামে যেখানে বাস করতো সেখানে আনার বনে গিয়ে নিজের কাজিনের সাথে সেক্স করতো । আর শিহির অর্থাৎ কালা জাদু করতো কারণ সে কন্ট্রোল ফ্রিক্ । বিয়ের জন্য পরিবারের বাইরেও যায়নি । পরে আয়াতোল্লার শয্যা গরম করে ও অন্যান্য রাজনীতিবিদ্ ও আই আর জি সি কমান্ডারদের । কাশেম সোলেইমানি এই আই আর জি সির হেড্ ছিলো । কাদ্ ফোর্স বলে ওরা । আমদের র

এর মতন । এর বড় মেয়ে নার্গিসও আয়াতোল্লার সাথে শুয়েছে । এত আন-প্রটেক্টেড্ সেক্স করেছে এই মেয়ে যে সমস্ত রকম এস টি ডির বাহক এই

মেয়ে । যৌনাঙ্গে পচন ধরে গিয়েছে আর এই রমণীকে তার মা ইরানের প্রেসিডেন্ট করতে চায় । সেই ইরানে যেখানে নাকি মেয়েদের মাথা থেকে হিজাব সরে গেলে তাদের মুখে ও স্তনে গুলি করে অমরে আয়াতোল্লার ঠ্যাঙারে বাহিনী ।

স্তন ও মুখ মেয়েদের কোমল ও অত্যন্ত রক্ষণশীল অঙ্গ । আর পর্দানসীন নার্গিস ও তার মা সাবা যার মুখ অবধি দেখা যায়না তারা দুজনে মিলে কুরুচিকরই কেবল নয় কদর্য কাজ করে চলেছে বোরখার আড়ালে ।

তিন মেয়েকেই ভাড়া খাটায় সাবা । ইদানিং সাবা লেসবিয়ান হয়ে গিয়েছিলো । তাই তার স্বামী মৃত্যুর আগে তাকে পরিত্যাগ করে চলে যায় ও কাশেমের স্থানে মৃত্যু বরণ করে নেয় যে তার আর কিইবা আছে জীবনে । স্ত্রীর উচ্চাকাঙ্খা তাকে শেষ করে দিয়েছে । কাশেমের পিতা অর্থাৎ শাহ্ এদের পরিবার যা কিনা কারমেনের গন্ডগ্রামে চাষবাস করতো সেখান থেকে তেহরানে তুলে আনেন ।

শাহ্ এর ল্যান্ড রিফর্ম এর সময় এরা আর্থিক দিক থেকে ভোগে তখন শাহ্ এর লতায় পাতায় পরিজন এই পরিচয়ে রাজপরিবারের সাথে যোগ স্থাপণ করে

ও ওদের পরিবারে প্রবেশ করে ছুঁচ হয়ে আর পরে ফাল হয়ে বার হয় কাশেমকে বিষ দিতে গিয়ে ।

এর ধারণা আমি নিম মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে ইরানের রাজবধূ হবার ফন্দী আঁটছি ।

বাংলাদেশ থেকে আসা আমরা হয়ত একসময় আমার পিসির বাসায় উঠি কিন্তু আমার পিসেমশাই গায়ক শ্যামল মিত্রের ফার্স্ট কাজিন ও শ্যামল মিত্র একজন রায়বাহাদুর পরিবারের মানুষ ।

আমরা কোনোদিনই রিফিউজি শিবিরে থাকিনি কারণ আগে থেকে যাতায়াত ছিলো আমাদের কলকাতায় ।

দ্বিতীয়ত : কলকাতায় আমাদের দুটি বাড়ি আছে । আমাদের সৃষ্ট হায়ার সেকেন্ডারী ও নামী বাচ্চাদের স্কুল আছে । এছাড়া পারিবারিক বড় যোগাযোগ আছে । যেমন সত্যজিৎ রায়ের স্ত্রী বিজয়া রায় আমার ঠাকুমার কাজিন ও তুষার কান্তি ঘোষ আমার মাতামহের ফার্স্ট কাজিন । এনারা ভারতে বিশাল বড়মাপের ব্যাক্তিত্ব । একজন অস্কার পেয়েছেন আর অন্যজন ফাদার অফ্ ভারতীয় জার্নালিজম্ ।

সাবা সম্ভবতঃ সেক্সের বাইরে আর কিছু করার সময় পাইনি তাই তথ্য বিভাগে অনেক পিছিয়ে ।

ওপাড় বাংলা থেকে এসে যদি আমরা এত কিছু করতে পারি ভারতের জন্য তাহলে শাহ্ এর লতায় পাতায় আত্মীয় হয়ে এই মহিলা কি করেছে ইরানে জন্য ?

আর বাংলাদেশ থেকেও তো মুসলিমরাই আমাদের তাড়িয়ে দিয়েছে । ওখানে আমাদের জমিদারি না হলেও অনেক জমিজমা তো ছিলো । আমার বাবার কাকা , হ্যারল্ড লাস্কির কাছে পড়তে যান । প্রফেসর লাস্কির লেখা চিঠি আমার কাচে এখনও আছে । তখনকার দিনে বৃটিশ সরকার যেকোনো পরিবার থেকে , নেটিভদের-মানুষকে ইংল্যান্ডে যেতে দিতো না । কাকে নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে বলছে এই সেক্স স্কাম , বস্তমিজ মহিলা ?

কাফের একটা ? কাফের নন মুসলিমদের বলেনা । তাদের বলে যারা অধার্মিক । যেমন সাবা ।

বোরখার আড়ালে বেশ্যাবৃত্তি করে , নিজের মেয়েদের ঐ পেশায় নামায় জোর করে ও ধর্মগুরুর বিছানা গরম করে । এবং প্রতারক । শাহ্ এর মতন সম্রাটের শিরচ্ছেদের ব্যবস্থা করে ।

এখানে একটু পার্সোনাল জিনিস লিখছি কারণ আমার মনে হয় এটা দেওয়া এখানে দরকার । সমাজের নোংরামো এত বেড়ে গিয়েছে যে মুখোশটা খোলাও প্রয়োজন সর্বসমক্ষে ।

এই সাবার দেহ গোলাপী । উচ্চনাসিকা । অসম্ভব খাটো । সার্কাসের জোকারের মতন ।

মিষ্টভাষিনী । রূপে তোমায় ভোলাবো না সুর দিয়ে ফাঁসাবো । এর গোপনাঙ্গে নাকি পারস্যের গোলাপ আছে । এর স্বামী উপমা দিতো ।

পারস্যের গোলাপ হল জগতের সেরা ফুল । আর এর লালচে ভাল্‌ভা হল ইরানের লাল গুল ।

ওরা বলে **Gwl/Gul** আর এই গুল বা ফুল শেষকালে ইরানের রাজধানীতে ধর্মগুরু আয়াতোল্লা খোমেনির ফুলদানিতে গিয়ে রাখা হয়েছে ।

দেশের না কোনো অর্থনীতি আছে না কোনো শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি । কেবল অস্ত্র শস্ত্র ও টেররিজম্‌ এ টাকা ব্যয় করএ চলেছে ধর্মগুরু যার আদতে করার কথা শান্তির বাণী প্রচার আর মাঝে মাঝে সাবার গুল থেকে কলি হওয়া পর্যবেক্ষণ করছে ।

আদতে এরা দুজনেই শিহির করে লোকদের কন্ট্রোল করে । সেখান থেকেই আন্‌ড্রেস হওয়া ও গুল খিলানো ।

আমাদের নিম্ন মধ্যবিত্ত হবার কারণ বাংলাদেশ থেকে আমাদের তাড়ানো । আর তা করেছে মুসলিমরা । ওটা হিন্দুদের জায়গা । কারণ বাংলাদেশ , পাকিস্তান এসবই আগে ভারতে ছিলো আর ভারত হল হিন্দু দেশ । মুসলমানরা উড়ে এসে জুড়ে বসেছে এখানে । অথবা রূপান্তরিত হয়েছে এই ধর্মে । কাজেই এরা সাবারই জাত ভাই যাদের জন্য আমাদের সব ছেড়ে আজ নিম্ন মধ্যবিত্ত হতে হয়েছে ।

মুসলমানেরা খুব অ্যাগ্রেসিভ জাত । যেখানে গেছে সব বিনষ্ট করে দিয়েছে । সাবার দেশেই তো জরাথ্রুষ্ট ধর্ম ও কালচার নষ্ট করে সব লুটপাট করে ফেলেছে তারা । কাজেই এসবই আয়তোল্লা আর সাবার মতন মুসলমানের বরদান যে জগতে আজ এত উগ্রপন্থা ও খেয়োখেয়ি ।

যে আদিবাসীদের একত্রিত করার জন্য প্রফেট মহোম্মদ আসেন এই ধরায় সেই মারকুটে ট্রাইবস্‌ আজও একইঅ রকম রয়ে গিয়েছে তা দেখেই বোঝা যাচ্ছে ।

ইহুদিদের পৈশাচিক বানানো এরা আদতে নিজেরাই কিঞ্চিৎ পিশাচ নয়কি ?

আসলে মানুষ ধর্ম দিয়ে পরিচিত হয়না । মনুষ্যত্ব দিয়ে হয় । মুসলমানদের মধ্যে সাবা ও নার্গিস এর মতন শয়তান আছে আবার ইরফান খানের মতন উদার ও সৎ মানুষ রয়েছে আবার উল্টোদিকে প্রমোদ মহাজনের মতন ইতর প্রবৃত্তির লোক রয়েছে আবার রাজীব গান্ধীর মতন সৎ রাজনেতা আছেন ।

যশ ফ্রাইডেনবার্গের মতন শুভ ইহুদিরা আছেন যাঁদের মাথা ঘুরে যায়নি এত উচ্চপদে থেকেও । উনি অস্ট্রেলিয়াতে ট্রেজারার ছিলেন । খুব সিনিয়ার মিনিস্ট্রি ওটি । লিবারাল পার্টির । উনি এক আদিত্য ।মিত্র । বরুণ মিত্র হয় আদিত্য ; তারই একজন । আবার এমা রথস্চাইল্ডের মতন জায়োনিস্ট রয়েছে যারা লোকের ক্ষতি করে থাকে । কাজেই সবরকম আআরা থাকে । ধর্ম দিয়ে কাউকে বাঁধা যায়না । সবরকম মানুষ সবরকম কাজ করতেই পারে । কর্ম, ধর্ম, জাত , নগর বা গ্রামে বাস কিছুই কারো আআকে বড় অথবা ছোটমানুষী থেকে রুখতে সক্ষম নয় । তার অন্দরের আলো বা ঐশ্বরিক সত্ত্বা কতটা জাগ্রত সেটাই বড় কথা ।

নাহলে জেফ্ বেজোজ তার মাতামহের কামনা শিকার হয় ?

তার মাতামহ তো বিরাট ফিজিসিস্ট !

সম্ভবতঃ ওখানকার সরকারের কোনো ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টের হেড ছিলো ভদ্রলোক । অ্যাটমিক্ এনার্জি হবে হয়ত । সে তার মেয়েকে রেপ্ করে যার প্রোডাক্ট হল জেফ্ বেজোজ । তাই জেফ্ এত ব্রিলিয়ান্ট । ইন্সেস্ট ।

এরা তুখোড় হয় । আবার সমস্যাও থাকে অনেক ।

ওর মায়ের হয়ত বয়ফ্রেন্ড ছিলো কিন্তু তার সন্তান নয় জেফ্ । এগুলো সবই সাজানো গপ্পো ।

অ্যান্ড মিডিয়া নোজ্ এভরি থিং ।

রাতারাতি বিলিওনেয়ার । বড় বড় ব্যবসাদারদের টপকে ! শয়তানি শক্তি দিয়ে । এখন শনির ক্রুর লোচন পড়েছে । ওর সব যাবে এবারে ।

ঈশ্বর চিরস্থায়ী । শয়তান ক্ষণস্থায়ী ।

দুই ইহুদী ব্যবসাদার হাড়ে চটা জেফের ওপরে ।

তাদের বংশ পরম্পরায় ব্যবসা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ।

মিডিয়া ব্যারন ও হলিউডে ব্যবসা আছে ।

অর্থোডক্স ইহুদি । টোরাহ্ ফলো করে । শয়তানকে নয় । এইভাবে ওপরে উঠে আসা তারা বরদাস্ত করবে না । তাই এবারে ফল ভুগবে অ্যামাজনের মালিক ।ওর তিন ছেলে বিমান দুর্ঘটনাতে মারা যাবে । এক মহাজাগতিক পক্ষী ওদের বিমানে ধাক্কা মেরে ওদের অগ্নিদগ্ধ করে মারবে । সর্বহারা এই ব্যবসাদার তার সাথী লরেনকে হারাবে অত্যন্ত ক্রুরতা পূর্ণ এক ঘটনাতে । আর সব ব্যবসা লোপাট হবে আর ম্যাকেঞ্জি আমেরিকার পথে মাদক দ্রব্য নিয়ে ভিখারিনীর ন্যায় জীবন কাটাবে । কেউ কেউ ডলার ছুঁড়ে দেবে ওর দিকে কারণ অনেক বাজার করেছে একদিন অ্যামাজান থেকে কিন্তু খানা মিলবে না ম্যাকেঞ্জির কারণ সব খুচরো টাকা সে ড্রাগে উড়িয়ে দেবে । মারিয়ানা , হাসিস্, এল এস ডি, হেরোইন ইত্যাদি । একসময় বিনা খাদ্য ও অতিরিক্ত মাদক দ্রব্য নেবার জন্য তার করোটি ফেটে চৌচির হয়ে ঘিলু বার হয়ে সে নিহত হবে ।

আয়াতোল্লা খোমেনি ও সাবা যাবে কৃমিভোজ নরকে । সহজে সেখান থেকে নিস্কৃতি পাবেনা । মহাপ্রলয়ের আগে কোনো সম্ভাবনা নেই ।

ইহুদীরা তিন শ্রেণীর হয় । অর্থোডক্স , জায়োনিস্ট (খুব অ্যাগ্রেসিভ) আর মাঝারি মাপের আরেক জাতের যারা সহ্য করে সবকিছু ও বিচার করে কাজ করে । কিন্তু এদের সবার মধ্যেই সংযোগ আছে । এরা নিজেদের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কাজ করে থাকে । একজন ইহুদি আরেকজন ইহুদির কথা আগে শোনে । অনেকটা আমাদের গুজরাতিদের মতন । নিজেদের শ্রেণীর জন্য কাজ করে ওরা । রক্ষা করে জাতিকে ।

সাবা অর্থাৎ জেইনাব ও নার্গিসের (কাশেম সোলেইমানির ফেক্ কন্যাদ্বয়) মাতাজী কারমেনের মেয়ে বলেই কাশেমের ফেক্ মৃতদেহকে কারমেনে নিয়ে যাওয়া হয় কারণ ওটাই ওর পতিদেবের আসল বাসস্থান মানে ওর কাজিন বা ভাইয়ের যাকে সে বিয়ে করে । জেইনাবের আসল জন্মদাতা সৈনিক পিতা আরকি ।

এই নিম্ন রুচির মহিলা যে আনার বনে নিজের কাজিনের সাথে দৈহিক সম্পর্কে যেতো ও শিহির করতো এখন তার সমস্ত শক্তি লাগিয়ে দিচ্ছে যাতে

শাহ্‌কে ইরানে না ফেরানো হয় আর তাই ইজরায়েলের বিরুদ্ধে সব বাজে মুসলিম দেশগুলো এখন সংগ্রাম শুরু করেছে তাদের ব্রহ্মাস্ত্র টেররিজম্‌ দিয়ে।

Maa Siddhidhatri

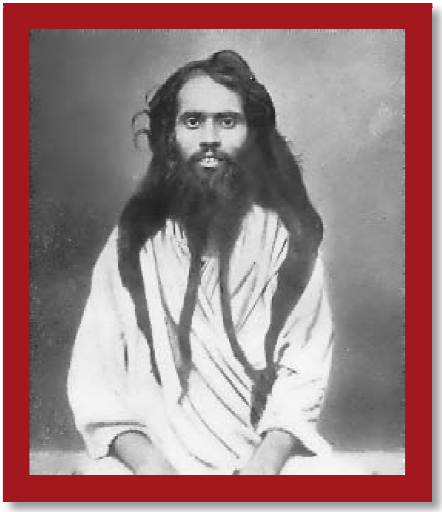

Annada Thakur

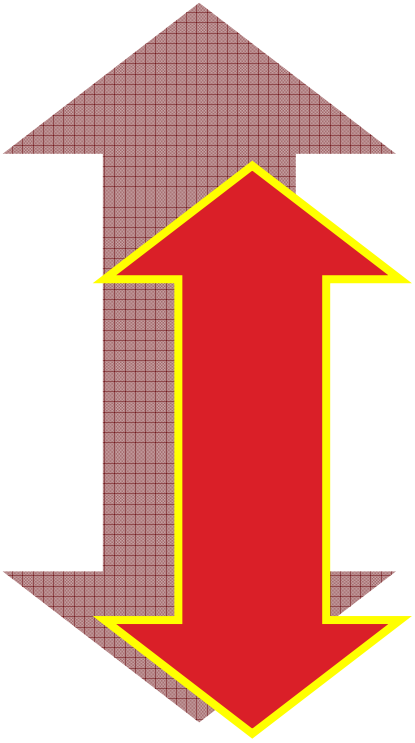

আমি একজন কায়স্থ মেয়ে । আমার ধর্ম হল লেখা । কারণ কায়স্থদের ধর্ম হল লেখালেখি করে সমাজের উপকার করা । কলম ধরতে জানেনা এমন কায়স্থ প্রায় নেই । ব্রাহ্মণরা যেমন পুজোপাঠ করে থাকে সেরকম কায়স্থরা হয় কলম/মসী/কালি**জীবি** । আর আমি একজন লেখিকা হিসেবে হলাম আজকাল ***মাউস জীবি ।*** কারণ আমি সোজাসুজি আলোকতন্তুর মেশিনে অক্ষর খোদাই করি । আমি অক্ষর শিল্পী ।

হাতে লিখে করিনা । তাই বেশ ভুল ধরা পড়ে যায় অন্য সময় দেখলে । টাইপো ও বাংলা সফটওয়্যারের পোকার কারণে । সফটওয়্যারও কোভিডে আক্রান্ত মনে হয় । প্রচুর বাগ ওখানে ।

এবার আমি রাজস্থানের কর্ণিমাতার মতন ইঁদুরের মালকিন হয়ে বসেছি । কাজেই ইঁদুর সঞ্চালনের কাজ করছি সমানে । লিখেই চলেছি একের পর এক অক্ষরমালা । বর্ণমালা ।এবার যা তথ্য দেবো তা আরো মজার কিন্তু গল্প হলেও সত্য । পর পর লিখে যাচ্ছি যা আমার কাছে আসছে । কিন্তু এসব পড়ে আমাকে কেউ মন্দ মনে করবে না কারণ এগুলি আমার মস্তিষ্ক প্রসূত নয় । নিখাদ যাঁরা

সাধক তাঁদের দিয়ে ভেরিফাই করে নিতে পারো তোমরা নিজেরা । এই পুস্তকে অনেক সংকেত হয়ত খুঁজে পাবেন লোকে যা আমার পক্ষে লেখা একেবারেই অসম্ভব একজন মানবী হিসেবে ।

আমি নিজের মনে বসে আছি আর এক এক করে মায়া শাড়ি থেকে তুলে চলেছি মায়া চোরকাঁটা ।

এইসব লেখা অটোমেটিক হয় (অটোমেটিক রাইটিং) । আমি কিছু ভেবে লিখিনা । যোগিনী হিসেবে আমার কোনো পরিবর্তন করার সুযোগ ও ক্ষমতা নেই । আমি অক্ষরগুলোতে রং চং লাগাতে পারি মাত্র ও ডিজাইন করতে পারি এই অবধিই ।

সরস্বতী ও মাতঙ্গী (তান্ত্রিক মহাবিদ্যা বা নীল সরস্বতী) আমাকে দিয়ে লেখান ।

আমি হলাম মাইকের মতন । একটি কর্ডলেস মাইক । যার না আছে ব্রেন,না পৌষ্টিক তন্ত্র আর না কোনো হাত-পা । আমাকে বিষপ্রয়োগ করে হত্যা করা যায়না কারণ আমার দেহ নেই । আমি কিছু বুঝিনা কি লিখলে আমার ক্ষতি হবে কারণ আমার মস্তিষ্ক নেই আবার আমার কোনো হাত-পা নেই যে আমি এই যে বই লিখছি তা সম্পাদনা করতে পারি ।

কেবল মাউথ পিসের মতন কথা বলে চলেছি । তবে এই মাইকের বৈদ্যুতিক শক্তি হল ঐশী জাত ।

তাই চাইলেও কেউ একে ভাঙতে বা নষ্ট করতে পারবে না । কর্ডলেস মাইক তাই সরবরাহ করেই চলে অনবরত কিছু কথা , সংবাদ । যার উৎস অলৌকিক এফ-এম রেডিও স্টেশান আর রেডিও জকি স্বয়ং পরমেশ্বর । তাই আমার ভয়, ভাবনা ও ভড়ং নেই ।কারণ আমার কাছে দ্বৈত কোনো জগৎ নেই ; আমি ব্যাতীত । এই জগৎ আমার থেকেই শুরু হয় ও আমাতেই মিলিয়ে যায় ।